।। নিবেদন ।।

- - - - - -

প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে থাকে এক যুগ সন্ধিক্ষণ । সময়ের প্রবাহে যারা আবদ্ধ থাকেন তাঁদের পক্ষে সেই যুগ সন্ধিক্ষণ বোঝা সম্ভব হয় না । কিন্তু যুগের বিচার যুগান্তেই জানা যায় । বাংলার বঙ্গভঙ্গ - স্বদেশী আন্দোলনের যুগটা ছিল এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টির যুগ, স্বদেশ বোধের যুগ । জীবনকে নিজের ভাবনার সংকীর্ণ গন্ডী হতে বার করে দেশহিতে সমাজ হিতে উৎসর্গ করার যুগ । এই যুগের এক বলিষ্ঠ আদর্শ চেতনা ছিল । এই আদর্শ চেতনা যেমন একদিকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল তেমনি সাহিত্যের ভাবনায় জীবন বিসর্জনের দৃষ্টি কোন সাহিত্যের পৃষ্ঠা হতে জীবন পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছিল । প্রখ্যাত বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ অনুভব করেছিলেন " জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও আন্দোলনের চারণ হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছেন । কোথাও বিপ্লবীদের এক পা আগে আসিয়া সাহিত্যিক পথ দেখাইতেছেন , আবার কোথাও বা বিপ্লবীদের জীবন দানের তপস্যা , দেশজননীকে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ মূল্যদানের মহিমা সাহিত্যিককে প্রেরণা দিতেছে , বিপ্লবীদের জীবন সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিতেছে । "

উইল ডুরান্ট বলেছিলেন , 'It was in 1905, then that the Indian Revolutionbegan' উইল ডুরান্ট এর অভিমত সর্বাংশে সত্য । কারণ স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বিনয় কুমার সরকার বলছেন , " বাঙালীর বাচ্চা আমি , – বাঙালীর চোখে দুনিয়া দেখি । আমার কাছে ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর । ঐ সময় শুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লব । এ একটা খাঁটি যুগান্তর । "

এই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগে সবচাইতে বড় ফসল ফলেছিল মানুষের মনোভাবনায় । হৃদ-ভূমি কর্ষণ করে আদর্শ ভাবনার ফসল ফলানোর প্রয়োজন ছিল । এই ফসল ফলল

সাহিত্যের ক্ষেত্রে । "The whole atmosphere of Bengal was surcharged with a new literary currents, which galvanied the whole country."

এই সাহিত্যের প্রবাহে বেশ কিছু নতুন ধারণার সন্ধান পেলাম যা আমাকে এই বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত করল । (১) বাংলা সাহিত্য এক নতুন খাতে প্রবাহিত হলো । (২) এই সাহিত্য গড়ে উঠল ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা থেকে, কিন্তু সাহিত্যে রইলো সার্বজনীন , বিশ্বজনীন ও চিরন্তন উপাদান । (৩) দেশপ্রেম ছিল এই সাহিত্যের আকর । (৪) প্রেরণা ছিল ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস । (৫) বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে বা বিপ্লবের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে সাহিত্য, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মত নিরবিচ্ছিন্ন সাহিত্য কোন আন্দোলনকে নিয়ে এমন ব্যাপক ভাবে সৃষ্টি হয় নি । (৬) এই সাহিত্যে ছিল জীবন বোধ বা আদর্শবোধ , ফলে এই সাহিত্যের প্রেরণা শুধু জীর্ণ শুষ্ক পৃষ্ঠায় আবদ্ধ থাকেনি । ফাঁসীর দড়ি বা বন্দুকের গুলি অত্যাচারে এই সাহিত্য ছিল স্বদেশ ভক্তদের প্রেরণার বস্তু । (৭) সাহিত্যের একটি দিক ছিল প্রচার ধর্মী । যদিও নীতিগত বা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল তবুও মুসলমান সমাজের এক বিশাল অংশের মনোভাবনা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল । তাঁরা রচনা করেছিলেন সেইরূপ সাহিত্য । মুসলমানদের আরেক বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শ্রেনীর মনোভাবনাও তাঁদের রচিত গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছিল । (৮) এই ভাবনা ছাড়াও এই যুগের সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কামনার কথা প্রকাশিত হয় । (৯) এই সাহিত্য বাংলার তথা ভারতের শিল্প , সংস্কৃতি অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল । (১০) ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগের ভাবনায় ও প্রেরণায় রচিত হয় । এই ভাবনা সূচীপত্রে নিহিত আছে ।

এই সব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমার গবেষণা শুরু হয় । এই কাজে প্রধান প্রেরণা দাতা আমার পথ নির্দ্দেশক (guide) ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ । তাঁর কাছে যখন যেভাব সাহায্য চেয়েছি অকৃপণ ও অকুণ্ঠ চিত্তে উদার হৃদয় নিয়ে সাহায্য করেছেন । অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন আরও বহু ব্যক্তি । যাঁর ঋণ তুলতে পারব না

তিনি ডঃ বরুণ চক্রবর্তী।

যে সব গ্রন্থাগার হতে সাহায্য লাভ করেছি তাদের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ব্রহ্মানন্দ পাঠাগার, ও আমার নিজের বিদ্যালয় ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের কর্মীদের সদা হাসি মুখ আমার কাজে প্রেরণা দিয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা হতে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

বহু দুষ্প্রাপ্য অধুনা প্রায় লুপ্ত পুস্তকরাজি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার শুভাকাঙ্খী শ্রী প্রমথেশ পাল। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর বিনয় ঘোষ বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তক দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বিভিন্ন সূচী নির্ঘণ্ট ও সংযোজন তালিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে আমার স্নেহের ছাত্রী সায়ন্তনী দাস ও বিজেতা সাহা।

যাঁর সজাগ মনোবৃত্তি ও দৃষ্টি সতত গবেষণার কাজে আমাকে নিয়োজিত রেখেছিল তিনি আমার জননী।

বিশাল কাজ। দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তবুও নিজস্ব ভাবনায় দেশ ভাবনাকে খুঁজেছি কিংবা দেশভাবনা নিজের ভাবনায় মিশে গিয়ে আমাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এতে যদি সার্থক হই, সফল হই তবে কৃতিত্ব মঙ্গলময়, করুণাময় ঈশ্বরের।

মুদ্রনে প্রমাদ থেকে গেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

১লা বৈশাখ
শুভ নববর্ষ
১৪০৩

শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ